দৈনিক ইনকিলাব

001

তারিখ 01 JAN 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষিত জনশক্তির গুরুত্ব

জনশক্তি যে কোন দেশেরই গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের অন্যতম। জনশক্তি ব্যতীত কোন দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আশা করা যায় না। মূলতঃ জনশক্তি হচ্ছে সার্বিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। আমাদের দেশে রয়েছে বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার সম্বলিত বিপুল সংখ্যক জনসমষ্টি। যদিও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বিপুলকায় এই জনসমষ্টি ভয়াবহ চাপ সৃষ্টি করছে তথাপি এর একটি বিপরীত দিক রয়েছে। এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে লাভজনকভাবে ব্যবহার করা যায়। এই জনসমষ্টিকে দক্ষ শক্তিতে পরিণত করা যায়। সেজন্যে প্রথমেই এদের শিক্ষিত, করে তোলা প্রয়োজন। আমাদের পর্যাপ্ত জনসংখ্যা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন কাজের প্রয়োজনে উপযুক্ত জনশক্তির অভাব পরিলক্ষিত হয় দারুণভাবে। বিশেষতঃ সে কারণেই আমাদের কর্মক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় হিসেবে বিবেচিত হয় তারা। ফলে এরা হয়ে পড়ে সমাজের বোঝাস্বরূপ। এ বোঝা টানতে গিয়েই দেশের অর্থনীতি হয় মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামো হয়ে পড়ে বিকলাঙ্গ, দেশ হয়ে পড়ে পরমুখাপেক্ষী। সেজন্যেই জনসংখ্যা একটি দেশের সার্বিক পরিস্থিতিতে যেমনি হতে পারে উন্নতির বাহক, তেমনি হতে পারে অন্তরায়। তবে সবটাই নির্ভর করে জনশক্তির দক্ষতা থাকা বা না থাকার উপর। দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার পূর্বশর্ত এদের উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান, প্রশিক্ষণ, স্ব স্ব মেধানুযায়ী অর্থাৎ যে যেই কাজের উপযুক্ত তাকে সেই ক্ষেত্রে নিয়োগ করা ইত্যাদি। যখন এই শর্তগুলো শিক্ষিত জনশক্তি তৈরীতে সাহায্য করবে কেবল তখনই দেশের বৃহত্তর স্বার্থে তথা এর অর্থনীতি গঠনে শক্তিশালী মানবিক শক্তির উৎসে পরিণত হতে পারে আমাদের এই বিপুল সংখ্যক জনসংখ্যা। গাছ ব্যতীত যেমনি ফলের আশা করা যায় না তেমনি শিক্ষিত জনশক্তি ব্যতীত একটি উন্নত দেশ আশা করাও নিরর্থক।

আমাদের অর্থনীতি বিশেষত কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং এই পেশাতেই আমাদের শতকরা ৮০ জন লোক নিয়োজিত। কিন্তু কৃষি ক্ষেত্রে আমাদের দেশ বৈজ্ঞানিক রীতি নীতিতে অনেক পশ্চাৎপদ। এর প্রধান কারণ অজ্ঞতা। অজ্ঞতার কারণে তারা উন্নত প্রণালীর চাষাবাদ ব্যবস্থা জানতে পারে না এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন হওয়ার ফলে তারা পুরনো রীতি ত্যাগ করে উন্নত প্রণালী গ্রহণ করতে চায় না। কাজেই তাদের অজ্ঞতার কারণে আমরা কৃষির ক্ষেত্রে বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছি। শুধুমাত্র কৃষিক্ষেত্রেই নয় আমাদের সমস্ত অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিচ্ছে আমাদের অজ্ঞতা এবং কর্ম বিমুখতা। নিরক্ষরতা আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সর্বনাশের যে অশনি সংকেত ডেকে আনছে, আমরা অচিরেই যদি জাতীয় জীবনে এ সমস্যা সমাধানে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তৎপর না হই তাহলে ভবিষ্যৎ যে আমাদের জন্য কি বয়ে আনবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

সুতরাং দেশের দরিদ্রতা, নিরক্ষরতা প্রভৃতি সমস্যা সমাধানকল্পে আমাদের দৃঢ়ব্রত হতে হবে। যতদিন এ দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী শিক্ষিত না হচ্ছে ততদিন কিছুতেই এর দ্বারা জাতীয় ক্ষেত্রে সার্বিক অগ্রগতি সাধন সম্ভব নয়। শিক্ষিত জনশক্তি জাতির অমূল্য সম্পদ। যে জাতি শিক্ষায় পশ্চাৎপদ সে জাতির দরিদ্রতাও সর্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসী। অজ্ঞতা ও উদ্যমহীনতা মানুষের মহাশত্রু। এ শত্রুর কুপ্রভাব বাড়তে দিলে দেশ ও জাতির সর্বময় উন্নতির উপর অভিশাপ নেমে আসে। পারস্পারিক সহযোগিতা ও সদিচ্ছার প্রতিফলনে অজ্ঞতা নামক মহাশত্রুকে আমাদের দেশ থেকে মূলোৎপাটন করা অত্যাবশ্যক। তবে একথা সত্য যে, শুধু মাত্র সদিচ্ছাই কোন জাতির সার্বিক জীবনে রাতারাতি পরিবর্তন আনতে পারে না। তার জন্য প্রয়োজন গভীর আত্মপ্রত্যয় ও উদার মনোভাবের। আমাদের সমস্যার কারণ বের করতে হবে, তারপর করতে হবে এর সমাধান, পরিকল্পনা এবং এই সুষ্ঠু পরিকল্পনার ভেতর দিয়েই তার সমাধানের পথ বের করতে হবে।

যে কোন দেশে জাতীয় আদর্শের সঙ্গে শিক্ষাকে অবশ্যই সঙ্গতিপূর্ণ হতে হয়। আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের জাতীয় আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন থাকায় এ ব্যবস্থার পরিবর্তন অপরিহার্য। অথচ আমাদের শিক্ষানীতির পরিবর্তন হয়নি। পরিবর্তিত চিন্তাধারার সাথে শিক্ষার যোগসাজশ, রয়েছে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে বাস্তবধর্মী তথা গণমুখী করে শিক্ষাব্যবস্থাকে সার্বজনীন করতে হবে। আর তাহলেই কেবল এদেশে গড়ে উঠবে শিক্ষিত জনশক্তি যা কিনা বিবেচিত হবে দেশ গঠনের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার হিসেবে।

—নাঈমা খানম বিউটি

আহমদবাগ আদর্শ শিশু শিক্ষালয়ে অব্যবস্থা

ঢাকার আহমদবাগের আদর্শ শিশু শিক্ষালয়টি (হাই স্কুল) এক সময় সত্যিকার অর্থেই আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিককালে স্কুল পরিচালনা কমিটির উদাসীনতার সুযোগ নিয়ে সেখানে যতসব অনিয়মতান্ত্রিকতা, বিশৃঙ্খলা এবং শিক্ষার পরিবেশ ক্ষুণ্ন হয়ে চলেছে। ছেলে-মেয়েরা প্রায়শ'ই স্কুল থেকে ফিরে স্কুল সম্পর্কে বিভিন্ন অভিযোগ করে থাকে। স্কুলের ৩০ জন শিক্ষিকা না-কি যৌথ স্বাক্ষরে এসব বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরেও কোন প্রতিকার পাননি। স্কুল কমিটি টুটো জগন্নাথের মত এক ব্যক্তির প্রশাসনকে চালিয়ে যেতে পরোক্ষভাবে সাহায্য করছেন। স্কুল কমিটির চেয়ারম্যান জনৈক সাবেক সরকারী কর্মকর্তা এবং স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার সমঝোতামূলক অপকর্ম স্কুলটিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বিঘ্নিত হচ্ছে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া। এমতাবস্থায় অতিসত্বর এ ব্যাপারে সরকারী সংশ্লিষ্ট বিভাগের হস্তক্ষেপ না হলে আগামী শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই বহু ছাত্র-ছাত্রীকে স্কুল পরিবর্তন করাতে অভিভাবকগণ বাধ্য হবেন। কিন্তু আমরা যারা স্থানীয় স্বল্প আয়ের মানুষ তাদের জন্য স্কুলটি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন। কেননা অতিরিক্ত খরচ বহন করে দূরের স্কুলে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খরচ চালানো আমাদের পক্ষে কষ্টকর। বিষয়টির প্রতি অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি দেয়া উচিত বলে আমরা মনে করি।

—জনৈক অভিভাবক